প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যপ্রসাদ চন্দ্র বি, এস, সি।
ক্রাউন লাইব্রেরী
৪৩ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আনন্দময়ী প্রিণ্টিং ও
কলিকাতা—২৫ নং নিমতলা ঘ
শ্রীচুনিলাল শীল কর্ত্তৃক

পাত্রগণ।

মোহনচাঁদ মুখোপাধ্যায়	...	জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি
কিশোরীবল্লভ মুখোপাধ্যায়	...	ধনশালী কৃপণ
জ্যোতিকুমার ...	...	ঐ বি-এ, পাশ পুত্র
মহাবীর ...	...	জনৈক চামার
রামরতন ও জগন্নাথ ...	...	মোহনচাঁদের ভৃত্যদ্বয়

পাত্রীগণ।

স্বর্ণলতা ...	...	কিশোরীবল্লভের স্ত্রী
প্রভাতকুমারী ...	...	জ্যোতিকুমারের স্ত্রী
গোলাপসুন্দরী ...	...	মহাবীরের কন্যা
তারামণি ...	...	কিশোরীবল্লভের দাসী

প্রতিবেশিনী রমণীগণ ইত্যাদি।

N.S.S.
Acc. No. 3222
Date 11.11.1990
Item No. B/B-2717
Don. by

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মোহনচাঁদবাবুর বৈঠকখানা-বাটীর সম্মুখ।

(রমেশ।)

রমেশ। একঘণ্টা অতীত হ'ল, এখনও ত কই মোহনচাঁদ-বাবু আসচে না।

(মোহনচাঁদের প্রবেশ।)

মোহনচাঁদ। একি! রমেশবাবু যে? কতক্ষণ এসেচ?

রমেশ। প্রায় একঘণ্টা এসেচি।

মোহনচাঁদ। বটে? ক্ষমা কর ভাই, একটা বৈষয়িক কাযে বড় ব্যস্ত ছিলাম। যাক্—বাড়ীর সব খবর ভাল ত?

তোমার চেহারাটি অমনতর হয়ে গেচে কেন? মনের অবস্থাও ত খুব খারাপ দেখচি, ব্যাপার কি ভাই?

রমেশ। ভাই মোহনচাঁদবাবু, যার চ'খের উপর বারো বৎসরের মেয়ে অবিবাহিতা অবস্থায় বিরাজমান! তার আবার মনের অবস্থা খারাপের কথা বলচো? মোহনচাঁদ! ভাই! আমার সব গেল! সব গেল! আমার জাত গেল, ধর্ম্ম গেল, কর্ত্তব্য গেল, এইবার আমি সমাজচ্যুত হলাম।

মোহনচাঁদ। স্থির হও।

রমেশ। আর স্থির হবো। কন্যাদায়গ্রস্থ হতভাগ্যকে প্রতি পলে পলে শত সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করচে। ভাই! এমন ভীষণ দায় আর নাই।

মোহনচাঁদ। কেন রমেশবাবু পিতৃ মাতৃ দায়?

রমেশ। এর কাছে কিছুই নয়। পিতৃ মাতৃ দায়ের শেষ বিধি আছে। পিতৃ মাতৃহীন অতি দীন হ'লে সে যদি তার স্বর্গীয় পিতা মাতার চরণ শরণ ক'রে বনে গিয়ে একবার রোদন করে, তাহ'লেই সে তখনই অব্যাহতি পায়। কিন্তু এ দায়ে যে তেমন সহজ সাধ্য ব্যবস্থা কিছুই নাই—ভাই।

মোহনচাঁদ। এটি তোমার ভুল কথা বলা হ'ল রমেশবাবু! হিন্দু শাস্ত্রকারেরা এমন অজ্ঞ ছিলেন না যে, তাঁরা একটি বিষয়ের সু-বিধি দান ক'রে গেছেন, আর একটি বিষয়ের

কুবিধি দান ক'রে গেছেন। তাঁরা মহাপুরুষ—দূরদর্শী! মানব মঙ্গল তাঁদের পরার্থময় জীবনের নিয়ত সাধনা, কামনা এবং ভাবনা ছিল। তাঁরা সমস্ত বিষয়কেই সহজ সাধ্য এবং সহজ বোধ্য করে গেছেন।

রমেশ। অবশ্য স্বীকার করি—তাঁদের বিধি ব্যবস্থা মানবের পক্ষে একটিও কষ্টপ্রদ নয়। তবে ভাই, সে আধুনিক দেশাচার স্রোত প্রবল হ'য়ে যে "মনু" প্রভৃতি মহাত্মা-বর্গের সে সর্ব্বজন হিতকর বিধি বা ব্যবস্থা কোথায় ভাসিয়ে দিলে। তাঁরা ব্যক্তিগত, জাতিগত, অবস্থাগত এবং দেশগত ভাব ধ'রে কায ক'রতে উপদেশ দিয়ে গেছেন, আমরা এখন তাঁদের সে অমূল্য উপদেশের কোন্‌টি ধ'রে চলচি? আমরা এখন পাণ্ডিত্যাভিমানে অভিমানী হ'য়ে মনুকে স্বার্থপর, পূর্ব্বতন ঋষিগণকে অন্যায়কারী ব'লে—তাঁদের সেই সার্ব্বজনিক হিতোপদেশকে কদর্য্য জ্ঞানে ত্যাগ করচি; কাযেই আমরা বিপদে পড়বনা ত কে প'ড়বে ভাই?

মোহনচাঁদ। যাক্—এখন কি মনে ক'রে এ পুরাতন বন্ধুর পুরাতন বাটীতে এলে ভাই?

রমেশ। এ কেমনতর কথা হ'ল! মোহনচাঁদ চাটুয্যে, রমেশ মুখুয্যের পুরাতন বন্ধু—এবং তার বাটী পুরাতন বাটী? মোহনচাঁদবাবু! এ কথা কোন্ হৃদয়ের কঠোরতা নিয়ে বল্লে

ভাই? তুমি আমি চিরদিন অভিন্ন। তুমি আমার চির-নূতন—আমি তোমার চির-নূতন। মনে ব্যথা দেওয়া কথা-টা কেন ব'ল্লে বন্ধু?

মোহনচাঁদ। মনে ব্যথা লেগেছে ভাই? ভাল, ভাল, তবু শুনেও খুসী হলুম। তা ভাই, একটু অনুগ্রহ ক'রে তোমার আস্‌বার কারণটি কি খুলে বল।

রমেশ। ভাই, তোমার কাছে আস্‌বার দুটি কারণ আছে, একটি কারণ—তোমার একখানি সুপারিশ চিঠির আবশ্যক, দ্বিতীয় কারণ—তোমার নিকট কিছু ভিক্ষা।

মোহনচাঁদ। কি ভিক্ষা? আমার কাছে ভিক্ষা—!

রমেশ। হাঁ ভাই, আমার সৌভাগ্যক্রমে তুমি আমার ধনবান বন্ধু, তাই—কন্যাদায় প্রপীড়িত হ'য়ে তোমার নিকট কিছু অর্থ সাহায্য চাই।

মোহনচাঁদ। হা—হা—হা, কন্যাদায় গ্রস্ত হয়ে রমেশবাবু যে প্রকৃত পাগল হয়ে পড়েচ দেখচি। রমেশ, তোমার সঙ্গে আমার নয় বন্ধুত্বই আছে—তোমাতে আমাতে নয় শৈশবে একত্রে লালিত পালিতই হয়েছিলাম—তোমাতে আমাতে নয় এক স্কুলে, এক ক্লাসে বিদ্যাধ্যয়ন-ই ক'রেছিলাম, বাল্য চাপল্য হেতু নয় উভয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম যে—তুমি আমার এবং আমি তোমার। কিন্তু ভাই, তাই ব'লে টাকা দিয়ে কে কার

সাহায্য করে? বন্ধুত্ব আর টাকা এ দুয়ে অনেক পার্থক্য। রমেশবাবু! টাকার বিনিময়ে অনেক বন্ধু মেলে, কিন্তু ভাই, বন্ধুত্ব বিনিময়ে কি একটি কপর্দ্দকও মেলে ভাই? টাকা বড় দামী চিজ ভাই—টাকা বড় দামী চিজ—! বিশেষতঃ এ কালের পক্ষে। এ কালে মানীর মান নাই, পণ্ডিতের আদর নাই, বনিয়াদির সম্মান নাই; আছে কেবল একাধারে টাকার মূল্য। যার টাকা আছে, সে অমানী হ'লেও মানী—মূর্খ হ'লেও পণ্ডিত চূড়ামণি এবং কুৎসিত কৃষ্ণকায় হ'লেও পূর্ণ গৌরাঙ্গমূর্ত্তি; তুমিই কেন নিজের বিষয় ভেবে দেখ না রমেশবাবু, তুমি আমাপেক্ষা রূপবান, গুণবান, বিদ্বান এবং জাত্যাংশেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভাই, এক—টাকা না থাকাতেই ত তুমি আজ আমার নিকট নিকৃষ্ট। কালের প্রভাবে—তোমার সদ্‌গুণাবলী ত কই তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে পারলে না। আজ তোমাকে নিগু´ণ অর্থ পিশাচের কাছে ভিখারী সাজতে হ'য়েছে। তাই বলি বন্ধু, বন্ধুত্ব আছে—তাই থাক্, টাকার প্রার্থী হ'ওনা।

রমেশ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ) উঃ—কি—শুনলুম্?

মোহনচাঁদ। যা—শুনেচ—ঠিক শুনেচ।

রমেশ। ঠিক্ শুনেচি? এঁ্যা—? তা বেশ। যাক্—টাকা চাই না। মোহনচাঁদবাবু, অনুগ্রহ ক'রে একখানি সুপারিশ চিঠি দিতে পারবে কি?

মোহনচাঁদ। কিসের সুপারিশ চিঠি ?

রমেশ। এই দরিদ্রের কন্যার বিবাহের জন্য।

মোহনচাঁদ। কাকে সুপারিশ চিঠি লিখতে হবে ?

রমেশ। তোমার বল্লভপুরের ভগ্নিপতিকে।

মোহনচাঁদ। উদ্দেশ্য ?

রমেশ। তোমার ভাগনেয় জ্যোতিকুমার বেশ সু-পাত্র, গত বৎসর বি-এ পরীক্ষায় প্রশংসিত ভাবে উত্তীর্ণ হ'য়েচে। যদি তোমার পত্রে জ্যোতিকুমারের সহিত আমার মেয়েটির বে—হয়।

মোহনচাঁদ। (বিষাদের হাসি হাসিয়া) হা হা হা, এ কায ও কি হয় ভাই রমেশবাবু? আকাশ-কুসুম! আকাশ-কুসুম! তুমি হ'লে আমার বন্ধু, আর সে হ'ল আমার ভাগ্নেয়, এমন স্থলে আমার সুপারিশ চিঠিতে কতদূর সুফল ফলবে, তাতো তুমি বেশ বুঝতে পেরেচো রমেশবাবু।

রমেশ। মোহনচাঁদ, প্রাণের বন্ধু! তাহলে তুমি আজ এ উপকারটুকুও ক'রতে রাজী নও? হা—

মোহনচাঁদ। ক্ষমা কর ভাই রমেশবাবু, দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তোমার এ উপকারটুকুও করতে রাজী হ'তে পাল্লুম না।

রমেশ। সুখে থাকো ভাই—চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যোগ)

মোহনচাঁদ। (রমেশের করাকর্ষণ করতঃ) কোথা যাও

রাস্কেল! কোথা যাও বিশ্বাসঘাতক—দাঁড়াও। আজ তোমার শিক্ষা—শাস্তি—এ দুয়েরই উত্তম বিধান হবে।

রমেশ। কি বল্লে পশু! আমার শিক্ষা শাস্তির বিধান হবে—না—তোমার শিক্ষা শাস্তির বিধান হবে? ধনমদোন্মত্ত পিশাচ! ধনগর্ব্বে স্ফীতবক্ষ হয়ে এখনি কি ভয়ানক স্বার্থপরতার পরিচয় দিলে—এই মুহূর্ত্তেই কি তা ভুলে গেলে? ছেড়ে দাও নষ্ট চরিত্র যুবক, তোমার মত কৃতঘ্নের মুখ দর্শনেও মহাপাপ!

মোহনচাঁদ। চুপ্ কর ধূর্ত্ত! চুপ্ কর—শঠ—কপট—বন্ধু! আমার মুখ দর্শনে মহাপাপ না—তোমার মত নরাধমের মুখ দর্শনে মহাপাপ? কে—কার নিকট পবিত্র বন্ধুত্বের বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে হেয়তম কলঙ্কে কলঙ্কিত? কে—কার নিকট দীন ভাব জানিয়ে তুচ্ছ অর্থপ্রার্থী হয়েচে? কোন্ মূর্খ নিজের কন্যাদায়কে "একা তারই দায়" এই জঘন্যতাপূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবটুকুকে সুন্দররূপে বুঝিয়ে দিয়েচে? কোন্ পিশাচ সার্থকতা—অনলে পবিত্রতাপূর্ণ, নির্ম্মল মধু-কৌমুদী হ'তেও মধুময় সৌহার্দ্দের মোহনমূর্ত্তিখানিকে পুড়িয়ে ছাই ক'রলে? কে অগ্রে অভিন্ন-হৃদয়ের বিভিন্ন ভাব দেখালে—নির্ব্বোধ? কে—কার কাছে অগ্রে দোষী? কে—কার নিকট প্রথমে কৃতঘ্ন হ'য়েচে? বল—বল, মুখ নত ক'রনা রমেশ! তুমি বুকে শেল নিক্ষেপ ক'রেচ!

বড় যাতনা পেয়েছি রমেশ! এ যাতনা মরণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বুকে জ্বালা দিতে থাক্‌বে।

রমেশ। (জানু পাতিয়া) মোহনচাঁদ! মোহনচাঁদ! ক্ষমা কর ভাই, ক্ষমা কর। আমি তোমার প্রাণে বিষের আগুন জ্বেলে দিয়েচি সত্য। তুমি যে আমার এমন বন্ধু, আমি তা জান্‌তেম না। তোমার হৃদয় যে এত উঁচু—তা জান্‌তেম না। আজ মানব-সংসারে আমার দুর্ল্লভ পবিত্র বন্ধুত্ব পরীক্ষায় তুমি বিজয়ী হ'য়ে দেবতার পরিচয় দিলে, আমি তোমার নিকট পরাজিত হ'য়ে জগতের বুকে পিশাচ সেজে রইলুম।

মোহনচাঁদ। উঠ ভাই রমেশ। তোমার ভাবনা আমি রাত্রি দিন ভাবচি। তোমার কন্যাদায়ে যেমন ভাবনা তোমার, তেমনি ভাবনা আমার। আমার ভাগ্নের কথা তুমি আমাকে আজ বলছো কি, আমি এক বৎসর পূর্ব্বে আমার ভগ্নীপতিকে সে বিষয়ের জন্য অনুরোধ করেছি।

রমেশ। মোহনচাঁদ, আর আমি তোমাকে কোন কথা ব'লতে চাই না, তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর।

মোহনচাঁদ। উত্তম কথা। কাল প্রাতেই আমি বল্লভপুর যাত্রা করবো। চল—অনেক বেলা হ'য়েচে। ভিতর বাটীতে যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোলাপের কক্ষ।

গোলাপ।

গীত।

হায়! কোথা ফুটলে গোলাপ ফুল!
এমন স্থানে ফুটলে ধনী যেথা নাই জাতীকুল॥
বেল, বকুল, চাঁপা, যুথী,
মল্লিকা, মধু, মালতী,
ফুট্‌লো যেথা এ সব সতী ফুটতে সেথা হ'লো কি ভুল॥
গোলাপ কেন ফুট্‌লে বল,
ফুট্‌লে যদি—একি হলো,
দেবে না চায় দানবে চায় ছি ছি একি দায় হ'ল॥

গোলাপ। কোথা ফুট্‌লে গোলাপ, কোথা ফুট্‌লে? এত স্থান ছেড়ে নীচ চামারের ঘরে রূপের হাট সাজিয়ে কেন ফুটে উঠলে?

(দ্রুতপদে মহাবীরের প্রবেশ।)

মহাবীর। আরে বিটি, বড়ি মিঠা লাগতারে! মিঠা মিঠা সুর, মিঠা—মিঠা বাৎ, বড়ি মিঠা লাগতেহিঁ বিটি! এত্তি বড়ি দুনিয়াথান্ ঝুঁটা বোল্‌কে মালুম গিড়তা রে বিটি!

গোলাপ। বাপ্‌জী বাঙ্গলা গান ভারি উণ্ডা চিজ বাপ্‌জী! হামার দীল খোস্ হো যাতা বাপ্‌জী, হামি বোড় ভালবাসি বাপ্‌জী!

মহাবীর। তু হামার পরাণ! তুকে যেঠি ভাল লাগে বিটি, হামাকে সেঠি বড়ি ভাল লাগে। আরে বাচ্ছি, ফিন্ আচ্ছিতরে সে গানঠি হামারে শুনারে—বড়ি মিঠা তান্ তুহার—বড়ি মিঠা লাগ্‌বেরে হামাকে।

গোলাপ। বাপ্‌জী, তুহাকে হামি একটি লয়া গান শুনাবে।

মহাবীর। বহুতাচ্ছি রে-বাচ্ছি—বহুতাচ্ছি।

গীত।

কদমতলায় কে কালা ?
রূপ যার অতুলন ভুবন উজলা॥
কালোরূপ লাগে বটে দূরে থেকে দেখিলে,
ভ্রান্তি ছোটে নিকটে গিয়ে রূপ নিরখিলে ;

কালো রূপ নহে কালার কৌমুদী উথলে—
শ্বেত শশীরূপে ভবে সেই ত নন্দলালা ॥
সাগর বারি বহুরূপ লাগয়ে যেমন,
অঞ্জলি তুলিয়ে দেখ (জল) জলেরি মতন ;
দূরে লাগে ভ্রান্তি—কাছে হয় নিরূপণ—
পরমা প্রকৃতি যাতে জীবন সমর্পিলা ॥

মহাবীর। (গোলাপের চিবুক ধরিয়া) তু বিটি হামার চৌদ্দা পুরুষের একটি মাণিক রে! তুকে হামি জনমভোর নজর ছাড়া করতি পারবো না।

গোলাপ। বাপ্জী; হামার কি হবে বাপ্জী? হামি কি ক'রবো বাপ্জী?

মহাবীর। তু কি করবি? তু হামার রাজরাণী হবি, রাজগদ্দিমে বহিসবি, রূপে দুনিয়া আলো ক'রবি, চাকর নোকর ক্যা উপর হুকুম চালাওবি, দুধে ভাতে খাবি, আউর এহি বুড্ডা বাপ্কে একঠি একঠি মিঠা মিঠা গান শুনাওবি।

গোলাপ। বাপ্জী! (নীরব)

মহাবীর। আরে পয়জার খাকীর লেড়খি! তু তাকে পাবি। তুকে হামি যেঠি বলি, তু সেঠি করতে পারবি—বাচ্ছি?

গোলাপ। কি বাপ্‌জী?

মহাবীর। তুহার কানে কানে সেঠি বলি। (গোলা-পের কর্ণে কর্ণে কথন) বুঝেছিস্ বিটি? হামি এখন দোস্‌রি ঘরমে লুকিয়ে থাকবে।

[প্রস্থান।

গোলাপ। না, তা পারবো না। এ কায পাপের কায, যে আমার জন্য পাগল, তাকে ত আমি যা ব'লবো সে তাই ক'রবে। তবে কেন চাতুরী! না না, প্রাণান্তে না। যাকে ভালবাসি, তার সর্ব্বনাশ কেমন ক'রে ক'রবো। সে জানেনা আমি চামার কন্যা, কিন্তু আমিত জানি সে ব্রাহ্মণ সন্তান!

(দ্রুতপদে জ্যোতিকুমারের প্রবেশ।)

জ্যোতিকুমার। গোলাপ! মাই ডিয়ার গোলাপ! অত কি ভাবছিলে গোলাপ? (সমীপস্থ হওন)

গোলাপ। অত নিকটস্থ হ'ওনা—আমি অবিবাহিতা যুবতী, তুমি অবিবাহিত যুবক!

জ্যোতিকুমার। গোলাপ, তাহ'লে তুমি আমার হবেনা?

গোলাপ। জ্যোতিকুমার! গোলাপ জ্যোতিকুমারের ভিন্ন কারু নয়।

জ্যোতিকুমার। তবে কেন এত কঠিন—

গোলাপ। থাক্ থাক্—আর ব'লনা।

জ্যোতিকুমার। ওকি! পাষাণ প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল ভাব ধারণ ক'রলে যে? গোলাপ! গোলাপ! কি আশ্চর্য্য! কথা ক'চ্ছনা যে গোলাপ?

গোলাপ। জ্যোতিকুমার! মন ফিরাও। আমি সর্ব্বনাসী পিশাচী! আমাকে ভালবেসো না। আমি ভেবে দেখলাম— আমার পরিণাম, বিপদের অকূল সাগর।

জ্যোতিকুমার। আমিও সেই সাগরে ঝাঁপ দেব।

গোলাপ। তোমাকে ঝাঁপ দিতে দেবনা, তোমাকে ভাল বেসেছি জ্যোতিকুমার! তোমাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ দেব। তুমি বিবাহ করগে। সু-পাত্র তুমি, আমার মত রূপসী কন্যা অনেক পাবে, যত শীঘ্র পার—বিবাহ কর, মন ফিরাও।

জ্যোতিকুমার। কি ব'লচো তুমি গোলাপ? আজ পাঁচ বৎসর হ'ল—তুমি জ্যোতিকুমারের হৃদয়ে জ্যোৎস্না সমুজ্জ্বল মধুময়ী বাসন্তী রজনীর ন্যায় হাসচো; পাঁচ বৎসর আমি তোমাকে মানস পটে এঁকে—তোমার চিন্তায় চিত্তার্পণ ক'রেচি। আমি যখন এনট্রানস্ ক্লাসে পড়ি, তখন তোমার সবে বারো বৎসর বয়স, তখন তুমি আমাকে উৎসাহ দিয়ে ব'লেছিলে, জ্যোতিকুমার! তুমি ইংরাজীতে তিনটি পাশ কর—তাহ'লেই আমি তোমাকে বিয়ে' করবো। আমি তোমার সেই উৎসাহ-

বাক্যে উৎসাহিত হ'য়ে আজ পাঁচ বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রম ক'রে এনট্রানস্, এল-এ, বি-এ, তিনটি পাশ সুখ্যাতির সহিত ক'রেছি। তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন কল্লুম, এখন তুমি কোন্ কৃতঘ্নের হেয়তম কদর্য্যভাব হৃদয়ে নিয়ে আমাকে বঞ্চিত হতাস ক'রতে চাও?

গোলাপ। ক্ষমা কর জ্যোতিকুমার, ক্ষমা কর! বাল্যস্বভাব সুলভ যা বলেচি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। তখন বোঝ-বার শক্তি ছিল না, এখন সে শক্তি এসেচে। তাই বুঝে দেখচি জ্যোতিকুমার! আমার ভালবাসা তোমার পক্ষে বিষময়ী!

জ্যোতিকুমার। না না, মধু হতে—মধুময়ী।

গোলাপ। জ্যোতিকুমার! জ্যোতিকুমার! বুকের আগুণ আর চেপে রাখতে পারলাম না। আজ হু হু ধূ ধূ শব্দে জ্বলে উঠলো! সতর্ক হও—এ আগুণ যেন তোমাকে স্পর্শ করেনা, আমিই জ্বলচি—জ্বলবোও ইহজীবন।

জ্যোতিকুমার। গোলাপ! আমার গোলাপ সুন্দরি! মিনতি করি—আমাকে অংশভাগী কর, যে আগুণে হেমলতা জ্বলেচে, সে আগুণে আমি জ্বলতে চাই।

গোলাপ। জ্যোতিকুমার! প্রিয়তম! তোমার মূল্যবান জীবন, তুমি উচ্চকুল ভূষণ—! এ সংসার কুসুমোদ্যানে গৌরব

ভরে ফুটেচ—গন্ধামোদে আপনি মাতো, জগৎ মাতাও। আমি অভাগিণী—

জ্যোতিকুমার। কে-বলে অভাগিণী? তুমি আমার ফুটন্ত গোলাপ! রূপ গরিমায়—গুণ গরিমায় তুমি আমার গোলাপ-নিন্দিত গোলাপ। উদাস প্রাণে তব মুখ পানে চাই, বিশ্বাস জন্মে—তুমি আমার সংসার-দুর্ল্লভ গোলাপ, গোলাপ! সংসারের একটি ফুল তুমি, যেমন ভাবে মোহন সাজে ফুটেচ তেমনি ভাবে থাকো।

গোলাপ। জ্যোতিকুমার! খেলাস্থলে হাসতে খেলতে এসেছিলেম—পেলাম কই?

জ্যোতিকুমার। কে তোমার সে সাধে বাদী?

গোলাপ। তুমি।

জ্যোতিকুমার। আমি?

গোলাপ। তুমি।

জ্যোতিকুমার। আমি? সতর্ক হ'য়ে বল গোলাপ, নিজের হৃদয় পানে চাও।

গোলাপ। তুমি আমার সর্ব্বনাশকারী!

জ্যোতিকুমার। এখনও বলচো গোলাপ?

গোলাপ। এখনও বলচি।

জ্যোতিকুমার। কি প্রমাণে এ বিশ্বাস এত দৃঢ় গোলাপ?

গোলাপ। বলবো না।

জ্যোতিকুমার। বল?

গোলাপ। বলবো না।

জ্যোতিকুমার। বল—বল নিদারুণে!, মস্তিষ্কের ভিতর জ্বলন্ত বিদ্যুৎ ছুট্‌চে! আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না। বল শীঘ্র বল, শুনতে চাই—কিসে আমি বিশ্বাসঘাতক!

গোলাপ। আজ নয়। সে দিন এলে সে কথা বলবো। এই আমার নিখুঁত চিত্রখানি নাও, এইখানি মিলিয়ে সুন্দরী অন্বেষণ ক'রে, তারে বে কর।

জ্যোতিকুমার। আমি বিয়ে করবো না।

গোলাপ। না কর—জ্বলবে! আমার সঙ্গেও এই দেখা শেষ দেখা।

জ্যোতিকুমার। এই দেখা শেষ দেখা?

গোলাপ। যদি বে না কর, যদি আমার মনোব্যথা ভবিষ্যতে শোন্‌বার আশা না রাখ, তবে এই দেখা শেষ দেখা! যাও—আমি চল্লেম।

জ্যোতিকুমার। দাঁড়াও গোলাপ! আর একটা—

গোলাপ। আর আমার সঙ্গে কোন কথা নাই। যদি আমাকে প্রকৃত ভালবেসে থাক, তবে আমার কথা পালন কর। নতুবা— [বেগে প্রস্থান।

জ্যোতিকুমার। যে আশালতার মূলে আজ পাঁচ বৎসর যত্নজল সিঞ্চন কল্লুম, আজ সে আশালতা ছিন্ন হ'য়ে গেল!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কিশোরী বল্লভের বাগানবাটী।

কিশোরীবল্লভ ও মোহনচাঁদ।

কিশোরীবল্লভ। গত বৎসর দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের নিকট এই বাগানটি কিনেছি।

মোহনচাঁদ। জিত সওদা হ'য়েছে দেখ্‌চি, অতি সুন্দর বাগান।

কিশোরীবল্লভ। যার বাগান ছিল, সে লোকটা ভারী সৌখীন লোক ছিল, নানা দিকদেশ হ'তে নানা রকমের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফুলগাছ এনে বাগানখানিকে ফ্যান্‌সি প্যাটার্ণে সাজিয়ে ছিল।

মোহনচাঁদ। তাতো দেখতেই পাচ্ছি।

কিশোরীবল্লভ। আহা—লোকটা ভোগ ক'রতে পেলে না। এমন বাগান, এমন পুষ্করিণী, এমনি চাঁদনী—মর্ত্তে নন্দন-কানন বললেও অত্যুক্তি হয় না, লোকটার আক্ষেপ রাখবার স্থান নাই।

মোহনচাঁদ। হঠাৎ কি কৌমুদীমাখা 'যামিনী, দুর্য্যোগ অন্ধকারে ছেয়ে গেল?

কিশোরীবল্লভ। হঠাৎ—আচম্বিতে! আচম্বিতে! কেউ জানতে পারলেনা, কেউ বুঝতে পারলেনা, "তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের" কিসে কি হ'ল! শ্রী কোন পথে এলো, কোন পথে গেল—কেউ তার চিহ্ন দেখতে পেলোনা।

মোহনচাঁদ। মহাশয়, শ্রী কোন্‌পথে আগমন করেন, আর কোন্ পথে গমন করেন, কেউ তার সন্ধান করতে পারে না। অনির্ণেয় বা তর্ক যুক্তির বহির্ভূত বিষয় ব'লেই বাক্‌দেবীর বরপুত্র কালিদাস দুঃখার্ত্তভাবে বলেচেন—

আজগাম যদালক্ষ্মী নারিকেল ফলাম্বুবৎ,
নির্জ্জগামযদাল'ক্ষ্মী গজভুক্ত কপিত্থবৎ।

কিশোরীবল্লভ। ঠিক্ ঠিক্! মহাত্মা কালিদাসের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে পেলাম। রাবণের বংশের মত বেড়ে

উঠলো, পাঁচদিন পরেই সব ফাঁক! সহসা একদিন রাত্রে স্বয়ং তারকনাথবাবু কেঁদে এসে আমার কাছে পড়লেন। মুখের বোল আমাকে দশহাজার টাকা দিন, আমার সব গেল! সব গেল! কারণ জিজ্ঞাসা করলে তার কোন সদুত্তর নাই, কেবল ঐ একই বোল—আমার সব গেল! সব গেল! আমাকে টাকা দিন, রক্ষা করুন! বড় লোকের ব্যাকুলতায় নিশ্চয় বুঝলাম—এটি সাংঘাতিক বিপদজ্ঞাপক কাতরতা। নিশ্চিন্ত থাকতে পারলাম না, অমনি তখনি দশহাজার টাকা দিলেম।

মোহনচাঁদ। বলেন কি, উইদাউট মর্টগেজে সেই মুহূর্ত্তে টাকা দিলেন?

কিশোরীবল্লভ। না না, তা কি হয়—তা কি হয়, তখনি হ্যাণ্ডনোটে সই করিয়ে নিয়ে দিলুম।

মোহনচাঁদ। তাই বলুন! আমি ভেবেছিলুম জগতে বুঝি একটা অভিনব ঘটনার বা অভিনয় হয়ে গেছে।

কিশোরীবল্লভ। কেন হে—এ কথার অর্থ কি?

মোহন াদ। অর্থ স্থূল অথচ সহজ বোধ্য। যে সন্দিগ্ধ-মনা মহাকৃপণ কিশোরীবল্লভ মুখুর্য্যে আপনার হস্ত, পদ, চক্ষুকে আপনি বিশ্বাস করেন না, তিনি কি একজন বিপন্নকে বিনা মর্টগেজে টাকা ধার দিতে পারেন?

কিশোরীবল্লভ। (সহাস্যে) বটে ভাই বটে! তা বটে! টাকাটা আমার অতি প্রিয় সামগ্রী।

মোহনচাঁদ। যাক্ অবৈধ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন নাই। এখন যে জন্য মহাশয়ের অনুগ্রহ ভিখারী হ'য়ে এসেছি তার কি হবে বলুন?

কিশোরীবল্লভ। তাইত হে মোহনচাঁদ বাবু, আমাকে বড় সঙ্কটে ফেল্‌লে দেখচি। (চিন্তা)

মোহনচাঁদ। কি আশ্চর্য্য! সামান্য বিষয়ের জন্য আপনি যে অকূল চিন্তা-সাগরগর্ভে পতিত হলেন।

কিশোরীবল্লভ। ভাই, বাজে কথা ত নয়—টাকার কথা। তুমি একজন আত্মীয় হ'য়ে অনুরোধ করতে এসেচ, তার মানে কি? তোমার বিশ্বাস—আমার অনুরোধে অবশ্য টাকায় কিছু কম হবে। আর আমাকেও তা করতে হবে। অন্যস্থলে যে টাকা পাচ্চি, এস্থলে তোমার অনুরোধে তদপেক্ষা কিছু বিবেচনা করতেই হবে—নইলে তোমার মান থাকবে কেন ভাই? তাই—

মোহনচাঁদ। তবে ভাবুন—সুদীর্ঘ ভাবনায় যদি বলবতী অর্থ-আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ হ্রাস পায়—তবে ভাবুন। এমন শুভ-চিন্তার তাহলে আর অন্তরায় হবোনা।

কিশোরীবল্লভ। আর ভাবতে হবে না, ভেবে যা স্থির

কর্‌বার তা কল্লেম। দেখ ভাই মোহনচাঁদবাবু, অন্য অন্য স্থানে আমি সর্ব্বসমেত দশহাজার পাচ্চি, তা তুমি যখন তোমার বন্ধুর কন্যার জন্য নিজে এতদূর এসেচ, তখন তোমার সম্মানের জন্য আমি পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি করতে পারি।

মোহনচাঁদ। আ সর্ব্বনাশ? বলেন কি মশায়? একবারে পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি স্বীকার? ছি ছি ছি! এককালে অত মুক্তহস্ত, অত ক্ষতি স্বীকারও করে?

কিশোরীবল্লভ। উপহাস ইঙ্গিত—যা প্রাণ চায়, তাই কর ভাই, ফলকথা—ও অপেক্ষা টাকার কম আর হবে না।

মোহনচাঁদ। কিছুতে না?

কিশোরীবল্লভ। তুমি কত কম বল?

মোহনচাঁদ। আমি কত কম বলি? আমি বলি—শাস্ত্রসম্মত যৌতুক স্বরূপ একটিমাত্র স্বর্ণমুদ্রা!

কিশোরীবল্লভ। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) ছি ছি ছি! একথা আজ কর্ণে শুনতে হ'ল। এঁ্যা! কি সর্ব্বনেশে কথা! আমার বি-এ পাশকরা ছেলে—তার মূল্য—মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রা!

মোহনচাঁদ। মূল্য কি মশায়? ছেলের মূল্য—কি কথা বলেন? আপনার মতে কি "পুত্র পরিণয়" পুত্র বিক্রয় ব্যবসা নাকি?

কিশোরীবল্লভ। আরে না না, যাকে বরপণ বলে।

মোহনচাঁদ। বরপণ! একথারও অর্থ নাই। বরপণ ব'লে কথা নাই—তবে বর-যৌতুক ব'লে একটা অর্থসঙ্গত কথা চ'লে আস্‌চে বটে।

কিশোরীবল্লভ। সেই—সেই, বরযৌতুককেই বরপণ বলে।

মোহনচাঁদ। কখনও তা নয়, বরপণ হ'তেই পারে না।

কিশোরীবল্লভ। তবে কি হ'তে পারে?

মোহনচাঁদ। বর-যৌতুক—এই হ'তে পারে।

কিশোরীবল্লভ। ভাল, তাই নয় হ'ল।

মোহনচাঁদ। তা যদি হয়, তাহলে আপনি টাকার আশা করতে পারেন না।

কিশোরীবল্লভ। কেন?

মোহনচাঁদ। টাকা প্রার্থনার আপনার ত কোন অধিকার নাই। বরযৌতুকযেটী—সেটী হ'লো পাত্রী-পিতার স্বেচ্ছার দান। কন্যা সম্প্রদানান্তে দুহিতা-জনক আপন অবস্থানুসারে প্রীত মনে জামতাকে শুভাশীষ স্বরূপ একটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারেন, একটি রৌপ্যমুদ্রা দিতে পারেন, একখণ্ড তাম্র দানও করতে পারেন, আবার ধান্য দূর্ব্বা দিয়েও শুভাশীষ করতে পারেন, আবার দেশ, গ্রাম, বিপুল অর্থ দিয়েও যৌতুক দান কথাটির সর্থকতা সম্পাদন করতে পারেন। স্থূল কথা—এর ভিতর কঠোর অনুশাসনের কোন বিধি বিধান নাই। উপস্থিত

কালে কন্যার-পিতা সানন্দ হৃদয়ে সাধ্যানুসারে যেটি দান করেন, তারই নাম হ'ল শ্বশুর দত্ত জামাতৃ যৌতুক।

কিশোরীবল্লভ। ভাল ভায়া পাত্রীপণটা তাহলে কি?

মোহনচাঁদ। পিশাচ পিতার পৈশাচিক কর্ম্মের একটি অত্যুজ্জ্বল চিত্র, অথবা রাক্ষস পিতার কন্যা বিক্রয় জনিত শ্রুতি সুখকর আখ্যার নাম "কন্যাপণ।"

কিশোরীবল্লভ। যাক্—এখন কথা হচ্চে কি, আমি দেশের অমতে কাজ করতে পারবো না, যেমন দেশাচার তেমনি ভাবে আমাকে চলতে হবে।

মোহনচাঁদ। ও—বুঝেচি। আপনি তাহলে কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন ব্যক্তির নিকট ভীষণ পীড়ন দ্বারা অর্থ গ্রহণ করতে ছাড়বেন না?

কিশোরীবল্লভ। দেশ না ছাড়ে—আমিও বাধ্য হ'য়ে নারাজ।

মোহনচাঁদ। দেশের মতেই তাহলে আপনি চলবেন?

কিশেরীবল্লভ। নিশ্চয়।

মোহনচাঁদ। তাহলে অঙ্গীকার করুন—কন্যা বিক্রয় ক'রে অর্থ গ্রহণ করবেন?

কিশোরীবল্লভ। কেন এ অঙ্গীকার করবো?

মোহনচাঁদ। কেন করবেন না? "কন্যা বিক্রয়" আধুনিক

দেশাচার হ'য়ে দাঁড়িয়েচে, আপনি যখন দেশের মতাবলম্বী, আপনাকে তখন অবশ্যই কন্যা বিক্রয় করতে হবে।

কিশোরীবল্লভ। (মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে) তাকি—হয়—তাকি—হয়—,

মোহনচাঁদ। কেন হবে না, অবশ্যই হবে। আপনি যখন স্বদেশভক্ত—স্বদেশ প্রথার অনুগামী, তখন স্বদেশ ছাড়া কাজ কেমন ক'রে করবেন? মুখুর্য্যে মশায়! আপনাকে ধিক্! আপনাকে ছিঃ। আজকাল আপনাদের মত স্বার্থান্ধ হৃদয়-হীন লোক সমাজ পরিচালক হ'য়ে সোণার হিন্দু সমাজ কলঙ্ক-কালিমাতে ভ'রে গেল। আপনারা অর্থপিশাচ! তুচ্ছ অর্থ লালসার দুর্নিবার লোভ সম্বরণে অক্ষম হ'য়ে, দেশের বুকে ব'সে দেশের সর্ব্বনাশ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েচেন। মূল্যবান সুরীতিপুঞ্জের উচ্ছেদ ক'রে হেয় ঘৃণ্য কুপ্রথার জ্বালাময়ী বহ্নিতে শান্তিপাদপসম সমাজ-তরুকে ভস্মীভূত ক'রে ফেললেন। আপনাদের মত অন্তঃসারশূন্য দানবচেতা মানবের দোষে কত কত বংশ নির্ব্বংশ! কত কত ঘর অন্ধকার! কত কত ঘরে রাত্রি দিন হাহাকার উঠচে। আপনারা স্বদেশমিত্র নয়, আপনারা স্বদেশদ্রোহী—স্বদেশ শত্রু।

কিশোরীবল্লভ। আমরা কি কল্লেম?

মোহনচাঁদ। আপনারা কি কল্লেন? আপনারাই

প্রত্যেক পাপাভিনয়ের নাট্যগুরু হ'য়ে পাপস্রোতে দেশটাকে ভাসালেন।

কিশোরীবল্লভ। আমরা কি কন্যা বিক্রয় করেছি?

মোহনচাঁদ। কন্যা বিক্রয় করেন নাই, পুত্র বিক্রয় করচেন।

কিশোরীবল্লভ। পুত্র বিক্রয় কি?

মোহনচাঁদ। কন্যাপণ যদি পাত্র-পিতার দেয় বিষয় হয়, তাহ'লে বরপণ পাত্রী-পিতার পক্ষে কি হয় মুখুর্য্যে মশায়? পাত্র-পিতা যেমন টাকা দিয়ে কন্যা ক্রয় করে, কন্যা-জনক তেমনি টাকা দিয়ে পাত্র ক্রয় করে। বুঝে দেখুন, দুটিই তুল্য বিষয়। আপনারা যদি পাত্রের পণ না নিতেন, পাত্রীর পিতারা তাহ'লে কন্যার পণ কখনও নিতেন না। আপনারা যদি পুত্রের পণ গ্রহণ বন্ধ করেন, তাঁরাও তাহ'লে কন্যার পণ গ্রহণ বন্ধ করেন।

কিশোরীবল্লভ। ও সকল কিছু হবেনা ভাই, কেন মিছে ব'কে মাথা ধরাও—

মোহনচাঁদ। আপনি কেমন কিশোরীবল্লভ মুখুর্য্যে আর আমি কেমন মোহনচাঁদ মুখুর্য্যে তা দেখা যাবে। ফলস্ বাক্য ব্যয়ে আর আবশ্যক মনে করি না। তবে একটা কথা ব'লে চল্লেম—"জ্যোতিকুমারের বিবাহে আপনি বর যৌতুক একটি কপর্দ্দক মাত্রও পাবেন না।

কিশোরীবল্লভ। (সহাস্তে) বলি, এত ক্ষমতা রাখ তুমি কিসের জন্য ?

মোহনচাঁদ। শ্রীমান্ জ্যোতিকুমার আমার ভগ্নীর পুত্র—ভাগিনেয়, এইজন্য।

কিশোরীবল্লভ। শ্রীমান্, তোমার ভগ্নীর পুত্র ভাগিনেয় এই জন্য তোমার এত ক্ষমতা, আর আমি যে তার জন্মদাতা পিতা হে—!

মোহনচাঁদ। উত্তম—তথাপি আমি আপনাকে শিক্ষা দেব।

কিশোরীবল্লভ। চল চল, এখন বাড়ী যাই।

মোহনচাঁদ। আপনার বাড়ী ? ইহজীবনে আর নয়।

[প্রস্থান।

কিশোরীবল্লভ। ওহে মোহনচাঁদবাবু, যেওনা, শোন শোন।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

দরিদ্র গৃহস্বামিগণ।

গীত।

বল ভাই পালাই কোথা ছুটে।
জানাই কার কাছে ও দুঃখের কথা, কে রাখে এ সঙ্কটে॥
গরম হাওয়ায় ভর্ত্তি হলো দেশ,
মধ্যবিত্ত মানুষ আমরা—হলো দুর্দ্দশার শেষ,
(ওভাই) মান খাতির আর রয়না রয়না, বসলো রবি পাটে,
বাপ্ দাদার নাম ডুবে গেল, হাল সহরের হাটে॥
নিক্তির ওজন চাকতির শুধু মান,
সাচ্চা চেপে ঝুঁটো উঠলো—নিয়েরে খোসনাম,
রাধা-কেষ্ট কেষ্ট পেলে গুরু গেলেন পাঁকে,
ঘরে ঘরে পণ্ডিতের দল "নাথিং" বুলী মুখে॥

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান।

(ঈষৎ মত্ততারভাবে জ্যোতিকুমারের প্রবেশ।)

জ্যোতিকুমার। ঠিক্ মরবো ঠিক্ মরবো! এ বাজে প্রাণ

কাজে লাগ্‌লো কই? ঠিক্ মরবো—ঠিক্ মরবো! গোলাপ! তুমি আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, বল। বাস্তবিক আমি তোমার অনিন্দ্য সুন্দর মুখচাঁদ হৃদয়ে ধ'রেই গ্রাজুয়েট হ'তে পেরেচি —বি-এ, পাশ করেচি। অনুক্ষণ তোমার মাধুরীমাময় মুখখানি আমার হৃদয়ে হাসতো, অনুক্ষণ হাসতে হাসতে বলতো— প্রাণপণ কর জ্যোতিকুমার, বিধানের আসন অধিকার কর। আমি সেই উৎসাহে অহর্নিশি পরিশ্রম করেচি, গোলাপের অদম্য আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করেছি। কিন্তু হ'লো কি? গোলাপ আজ আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলে কই? গোলাপ! সদ্ব্যবহার কল্লুম—তার বিনিময়ে এ কি পেলুম! কেন তুমি আমার হ'য়ে আমাকে মারলে! যাক্—বিশ্বাসঘাতিনী তুমি, নিশ্চয়—নিশ্চয়! তোমার ভালবাসা তুমিই বলেছ বিষময়ী—আমিও বলচি এখন সত্যই তাই! তবে কেন মরবো? না না, প্রাণ রাখা চাই, পিশাচীকে পৈশাচিকভাবে বেশ ক'রে শিক্ষা দেওয়া চাই। বে—করবো, আলবাৎ বে—করবো। তার চেয়ে সুন্দরী ঢের আছে, ঢের আছে। না না না, তা বোধ হয় নাই। মহাকবি সেকৃসপিয়র একস্থানে লিখে গেছেন, একের অনুরূপ ঠিক আর একটি মেলে না, সৃষ্টিরাজ্যে স্রষ্টার এইটিই ঘটনা বৈচিত্র্য। হ'লো—হ'লো, ক্ষতি নাই। গোলাপ নয় জগতের সুন্দরী, অন্যান্য রমণী হতে শ্রেষ্ঠ যারা, তারা ত সুন্দরী

আখ্যাটিও পেতে পারবে? তা হ'লেই আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

(দূরে মোহনচাঁদের প্রবেশ।)

মোহনচাঁদ। ওই না জ্যোতিকুমার দাঁড়িয়ে, দেখি সঙ্কল্প সিদ্ধির কোন পন্থা বার করতে পারি কি না? (জ্যোতিকুমারের নিকটস্থ হইয়া) জ্যোতি! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

জ্যোতিকুমার। (দেখিয়া সচকিতে) আজ্ঞে—একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলেম। আপনি এমন সময় কোথা যাচ্চেন?

মোহনচাঁদ। বাড়ি যাচ্চি।

জ্যোতিকুমার। এমন সময়? অপরাহ্ন হ'য়ে এসেছে যে?

মোহনচাঁদ। তা হোক্—শিবিকায় যাব।

জ্যোতিকুমার। আমি অনুরোধ করচি—আজ থাকুন।

মোহনচাঁদ। আমি অনুরোধ করি—দ্বিতীয়বার ও কথাটি বলোনা।

জ্যোতিকুমার। কেন?

মোহনচাঁদ। ইহজীবনে তোমাদের বাড়ি আর আমি প্রবেশ করবো না—এই প্রতিজ্ঞা করেছি।

জ্যোতিকুমার। এরূপ প্রতিজ্ঞা করবার কারণ কি?

মোহনচাঁদ। তোমার পিতার নিকট কোন বিষয়ের প্রার্থী

হ'য়ে আমি এসেছিলেম, তিনি স্বার্থের প্রবলাকর্ষণে আমার প্রাণে বড় বেদনা দিয়েছেন, সেই জন্য তার প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্পে এ প্রতিজ্ঞা করেছি জ্যোতি।

জ্যোতিকুমার। আপনার প্রার্থিত বিষয় কি?

মোহনচাঁদ। তোমার বিবাহ। আমারি এক বন্ধুর একটি মেয়ে আছে, মেয়েটি বেশ সুন্দরী এবং সুশীলা। তাই—

জ্যোতিকুমার। মেয়েটি বেশ সুন্দরী?

মোহনচাঁদ। অতি শব্দটি ব্যবহার করতে নাই, নতুবা তাই।

জ্যোতিকুমার। আমি বলছি আমি বে'—করবো।

মোহনচাঁদ। তোমার পিতার অনভিমতে?

জ্যোতিকুমার। যদি সুন্দরী মেয়ে হয়—তবে তাতেও আমি প্রস্তুত।

মোহনচাঁদ। (স্বগতঃ) তা হবে বই কি, কিশোরী মুখুর্য্যে এতদিন ধরে অপরিমিত অর্থব্যয় ক'রে তোমাকে সুশিক্ষিত কল্লেন, এখন তাঁর সঙ্গে এ ব্যবহার না করলে চলবে কেন? বি, এ পাশ করা ছেলের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয়টি দেওয়াই বা কিসে হয়? ধিক্ জ্যোতিকুমার! তুমি বি, এ পাশ ক'রে বিদ্বান হওনি, বর্ব্বর হ'য়েছ।

জ্যোতিকুমার। আপনি কি ভাবচেন?

মোহনচাঁদ। অন্য কিছু ভাবি নাই, তবে কি জান বাপু, আমার বন্ধু বড় দরিদ্র; তিনি যৌতুকাদি কিছুই দিতে পারবেন না, শুধু ধান্য-দূর্ব্বা দিয়ে মেয়েটিকে দান করবেন। তাই—

জ্যোতিকুমার। আমি তাতেও সম্মত।

মোহনচাঁদ। বিবাহান্তে তোমার পিতার দ্বারায় যে তুমি তিরস্কৃত হবে। তার—?

জ্যোতিকুমার। (ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া) দেখুন আমার নিকট এই একটি সুন্দরী রমণীর চিত্রপট র'য়েচে, যদি সে বালিকাটি এইরূপ সুন্দরী হয়, তাহ'লে বিবাহান্তে যে কোন বিপদ আমার মাথার উপর আসবে, আমি সব মাথা পেতে নে'য়ে সহ্য করবো।

মোহনচাঁদ। কই সে চিত্রপট?

জ্যোতিকুমার। (গোলাপের চিত্রপটখানি বাহির করতঃ) এই নিন—দেখুন।

মোহনচাঁদ। (হস্তে লইয়া) দেখছি, জ্যোতিকুমার পদার্থ-শূন্য? আমি মামা—আমার হাতে একটা স্ত্রীলোকের চিত্রপট দিতে এর লজ্জা হ'লো না! এর শিক্ষা ভালরূপ দিতে পারতাম, কিন্তু পারলাম না, শুদ্ধ বন্ধুর কার্য্যের বিঘ্ন হবে বলে'।

জ্যোতিকুমার। সে বালিকাটি বুঝি ওরূপ সুন্দরী হবেনা?

মোহনচাঁদ। এর অপেক্ষা সুন্দরী।

জ্যোতিকুমার। তবে আমার সম্পূর্ণ মত। পিতা, এ বিবাহে কোনক্রমে বাধা দিতে পারবেন না।

মোহনচাঁদ। এক কাজ কর তবে জ্যোতি, আগামী পরশ্ব ছলে তোমার পিতার নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে আমার বাড়িতে যেও।

জ্যোতিকুমার। যে আজ্ঞে।

মোহনচাঁদ। সংগোপনে যেও। তোমার মাকেও এ কথা বলোনা।

জ্যোতিকুমার। আজ্ঞে না।

মোহনচাঁদ। আমি চল্লেম।

জ্যোতিকুমার। আজ—

মোহনচাঁদ। থাকবার কথা মিছে বলছো।

[প্রস্থান।

জ্যোতিকুমার। এইবার—তোমাকে ভুলবো গোলাপ! তুমিও দেখবে—তোমাকেও দেখাব, তোমাপেক্ষা সুন্দরী নারী সৃষ্টিরাজ্যে আছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভিতরবাটী।

কিশোরীবল্লভ ও স্বর্ণলতা।

স্বর্ণলতা। তোমার টাকাটাই এত মূল্যবান হ'লো?

কিশোরী। মূল্যবান জিনিষ মূল্যবান হ'লো—এতে কি কিছু দুঃখ কষ্ট আছে?

স্বর্ণলতা। কৃপণ যারা, তাদের মুখে ঐরূপই কথা।

কিশোরী। দেখ, তোমরা দু-ভাই ভগ্নীতেই আমাকে "কৃপণ কৃপণ" বলো—কেন বল দেখি?

স্বর্ণলতা। মিছে বলি কি? কৃপণের কাজ করো, তাই কৃপণ বলি।

কিশোরী। তোমার ভাই বা এমন কি দাতা-কর্ণ সেন,

তাও ত কিছু বুঝিনে, আর তুমিও ত সেই দাতাকর্ণ সেনের ভগ্নী—আমার বাড়ি আলো করে রয়েচ, তোমারও ত কই কিছু বিরাট দান-ধ্যানের ব্যবস্থা দেখিনে। তুমিত আবার আমাপেক্ষা কৃপণ!

স্বর্ণলতা। এ কথা আবার বলচো? যার স্বামী কৃপণ, তার পত্নীও কৃপণ হয়।

কিশোরী। কেন ঐরূপও ত হ'তে পারে, যার ভাই দাতা, তার ভগ্নীও ত দাতা হ'তে পারে।

স্বর্ণলতা। ভ্রাতৃধর্ম্ম প্রতিপালন করাত আর স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়, স্বামীধর্ম্ম পালন করাই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কায।

কিশোরী। (শ্লেষভাবে) ভাল, ভ্রাতৃধর্ম্মই নয় পালন ক'ল্লে।

স্বর্ণলতা। ভ্রাতৃধর্ম্ম প্রতিপালন করবার বিধি যদি তোমার কাছে আছে, তবে তোমার ভগ্নীকে তুমি কেন বরেন্দ্র ভূষণ চাটুজ্জ্যের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে তার হাঁড়ী মজাচ্চ?

কিশোরী। চুপ কর। কে বুঝি কি বলচে।

(নেপথ্য হইতে) হরে কৃষ্ণ! মা ঠাকরুণ ভিক্ষে দাও গো। দোরে ভিখারিণী দাঁড়িয়ে আছে।

কিশোরী। কি সর্ব্বনাশ! কোথা হ'তে গেরো এসে জুটলো। এত ভিখারি ভিখারিণীও—আছে। জ্বালিয়ে মারলে দেখচি।

(নেপথ্য হইতে ভিখারিণীর গীত।)

গীত।

দিন যায় গো বিফলে।
দিনের কায না করিলে ॥
খেল্‌তে এলে ভবের খেলা খেলাতে হারিলে।
এখন সামনে এলো জীবন-সন্ধ্যা দেখ নয়ন মেলে ॥
বাজে খেলা খেললে কত লাভ কি করিলে,
গুরু দত্ত, সম্বল ছিল, তাও শেষ হারালে ॥
নাই কিনারা, ভেবে সারা, কি হবে অকূলে,
শেষের উপায় সার কর মন, ডাক হরি ব'লে ॥

স্বর্ণলতা। আহা—বেশ গানটি!

(গীতান্তে ভিখারিণী নেপথ্য হইতে)। ভিক্ষা দাও মা! বেলা বয়ে যায়—অনেক পথ যেতে হবে।

কিশোরী। দোসরা ঘরে এগিয়ে দেখ।

স্বর্ণলতা। ছিঃ! বলোনা ও কথা। ভিখারী বৈমুখ!

ভিখারিণী। দোসরা ঘরে এগিয়ে দেখব গা—দয়া—হ'লো না? নাই—নাই!

স্বর্ণলতা। (উচ্চকণ্ঠে) চলে যেওনা মা—দাঁড়াও। ভিক্ষা নিয়ে যাচ্ছি।

ভিখারিণী। ভিক্ষা দেবে মা, দাঁড়াব?

স্বর্ণলতা। হাঁ, দেব, তুমি দোরের দিকে একটু এগিয়ে এস।

কিশোরী। দেশ শুদ্ধ হ'লো—ভিখারী! গৃহী লোক কত ভিক্ষে দেয়। দেখ—যে প্রকার গতিক দাঁড়িয়েচে, আর মুষ্টি ভিক্ষা দিয়ে কুলান ক'রে উঠতে পারবে না, এইবার হ'তে কড়ির ব্যবস্থা কর। প্রত্যেককে এক এক কড়া করে কড়ি দেবে—বুঝলে?

স্বর্ণলতা। এতে আর দাতার ভগ্নীর দানের দৌড় কত বাড়বে বল?

কিশোরী। বেশ—সাংঘাতিক আঘাতটি করেচ। যাক্—জ্যোতি বাড়িতে এলে আমার কাছে একবার তাকে পাঠিয়ে দিও—আমি বহির্ব্বাটীতে চল্লেম।

[প্রস্থান।

(মুষ্টিভিক্ষা লইয়া স্বর্ণলতার গমন।)

ভিখারিণী (দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মানা থাকিয়া) এস মা এস! (ভিক্ষার ঝুলি প্রসারিত করণ)

স্বর্ণলতা। (ভিক্ষা প্রদানান্তে) মা, তোমার গানটি বেশ!

ভিখারিণী। ভাল লেগেচে মা? আহা মা, তা আর একবার গেয়ে শুনাব, তার সময় নাই। এরপর আর দশ ঘর ফিরে তবে বাড়ি যাব; ঐ দেখ কত বেলা?

স্বর্ণলতা। না, মা আর—শুনতে চাইনি, তবে গানটি ভাল—এই কথাই বলচি। যাও—মা—

(গমনোদ্যত)

ভিখারিণী। শোন মা—শোন,—একটা কথা বলি।

স্বর্ণলতা। কি কথা—মা!

ভিখারিণী। হাঁ মা,—কিশোরীবল্লভ মুখুজ্জ্যের কি এই বাড়ি—?

স্বর্ণলতা। হাঁ মা তাঁরি এই বাড়ি। কেন?

ভিখারিণী। তাঁর স্ত্রীকে আমার দরকার।

স্বর্ণলতা। কি দরকার—বল, আমিই তাঁর স্ত্রী।

ভিখারিণী। তুমিই—বটে মা? তা বেশ হ'লো। (অনুচ্চস্বরে) দেখ মা, তোমার ভাই তোমাকে একখানি পত্র দিয়েচেন—এই সে পত্র।

স্বর্ণলতা। দাও।

ভিখারিণী। (পত্র দিয়া) খুব গোপনের পত্র, গোপনেতে প'ড়ো, তোমার স্বামী যেন জানতে না পারেন।

স্বর্ণলতা। বেশ।

ভিখারিণী। আমি চল্লাম।

[প্রস্থান।

স্বর্ণলতা। মোহনচাঁদ এমনভাবে পত্র পাঠিয়েছে কেন?

যাক্ পড়লেই বুঝতে পারবো। প'ড়ি—কর্ত্তা আর এখন আসবেন না। (অনুচ্চস্বরে পাঠ)

শ্রীচরণেষু।

প্রণামান্তর নিবেদনমেতৎ।

দিদি!

তোমার আমার একস্থান হইতে উৎপত্তি। রত্নাকর গর্ভ হইতে যেমন লক্ষ্মী-চন্দ্রমা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আমার মনে হয়, মাতৃ গর্ভ হইতে আমরা তেমনি দুইজন—অথবা দিদি, আমার কথা আমি বলিতে চাহি না, তুমি যেন সেই ইন্দিরা-রূপে সংসার পবিত্র করিয়াছ।

দিদি!

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এবং তোমার প্রদত্ত স্নেহবলে—আমি দর্পের সহিত কি বলিতে পারি না যে, তোমার প্রাণাধিক জ্যোতি আমারও প্রাণাধিক? তার প্রতি তোমার যেমন অধিকার আমারও তেমনি অধিকার? সে—তোমার ও আমার; —আমাদের ভাই ভগ্নীর স্নেহোদ্যানের একটি মাত্র প্রস্ফুটিত ফুল! যদি তাহা স্বীকার কর দিদি,—তাহা হইলে আমি যে কায করিব, তাহা ন্যায় হোক্ বা অন্যায় হোক্—ভরসা করি ক্রুদ্ধ হইবেন না। কারণ আত্মকৃত দোষ হেতু ক্রোধ—বিড়ম্বনার পরিচয় মাত্র।

যে জন্য তোমার বাড়ি গিয়াছিলাম, তাহা তুমি জান। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার অনুরোধ রাখেন নাই—তাহাও বোধ হয় শুনিয়াছ। অত্যধিক ক্রোধের কারণ, আমি আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। ক্ষমা করিও দিদি। পথে আসিতে আসিতে জ্যোতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; তাহাকে গোপনে আমার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। আগামী কল্য জ্যোতি—ছলে তোমার ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া আমার বাটী আসিবে। আগামী কল্য শুভদিন—কল্য শুভক্ষণে শ্রীমানের শুভ বিবাহ।

তোমার উপযুক্ত পুত্রবধূ হয় কি না—তাহার জন্য এবং উপযুক্ত ভাবে কুল-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি দায়ী রহিলাম। এরূপভাবে বিবাহ দিবার উদ্দেশ্য—শুদ্ধ—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটু শিক্ষা!

তোমাকেও গোপন করিতাম। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলাম—তোমার সহিত প্রবঞ্চনা, আত্ম-প্রবঞ্চনার হেতুভূত কারণ। তাই এই ভিখারিণীর দ্বারা পত্রে জ্ঞাত করাইলাম।

অনুরোধ—কোনক্রমে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জানাইবেন না।

ইতি—

সেবক—"মোহন"

পত্রের উদ্দেশ্য শুভ বটে, তবে এই একটু দুঃখ, আমার সবে ধন জ্যোতি, তার বিয়ে সমারোহে হ'লোনা। কি করবো,—ভায়ের অনুরোধ না রাখলেও ভাল দেখায় না। ঝি কোথা গেল দেখি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মোহনচাঁদের বাটীর সম্মুখ।

রমেশ ও মোহনচাঁদ।

মোহনচাঁদ। কি ভাব তুমি রমেশ ?

রমেশ। মোহনচাঁদ! ভবিষ্যৎ ভেবে বড় ভয় হয় ভাই, কি জানি—তিনি বড়লোক—আমি দরিদ্র!

মোহনচাঁদ। যাও যাও—তুমি কন্যার বাপ, কন্যা সম্প্রদান করগে। ভাল মন্দ সে সব ভার আমি নিয়েচি—আমি বুঝবো। (ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিয়া) ওহে রমেশবাবু! একি

হে—নয়টা বেজে যে বিশ মিনিট! সাড়ে নয়টায় লগ্ন—সবে আর দশ মিনিট বাকী। যাও—যাও, পুরোহিত মশায় বাড়িতেই আছেন, তাঁকে নিয়ে বিবাহের কাযটা—সেরে নাও গে। আমি এখন ভিতর বাড়িতে যেতে পারব না। পূজো বাড়িতে খাওয়ান দাওয়ানের ব্যবস্থা করেছি, সেখানে চল্লেম আমি। তুমি যাও—বিলম্ব ক'রো না আর।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বেগে জগন্নাথ উড়ের প্রবেশ।)

জগন্নাথ। আউ কৈঁটি জিবা—বাপ্পো—লো! ইমিতি মাইপো মু ত না দেখুচি পড়া! সড়া বঙ্গালী—সড়া—খণ্ড রসবতী মারি দিলা। মু কি মারি দিলা? গোটা টঙ্কা—মারি দিলা। ধা কুড় কুড় কুড়—

(রামরতনের প্রবেশ।)

রামরতন। শালা উড়ে, শালা তুমি সরে' পড়েচ? দে—শালা ভাগ দে।

জগন্নাথ। কাঁইকি দিব সড়া?

রামরতন। কেন দিবিনারে শালা? তুইও চাকর, আমিও চাকর।

জগন্নাথ। সড়া—অন্ধা! সড়া বঙ্গালী,—মু চাকড়ো সড়া? মু খণ্ড রসিকো—লাগড়। কিমতি? কউছন্তি, শোন সড়া—

গীত।

মু—খণ্ড রসিক লাগড়।

ধাঁইকিড়ী ধাঁইকিড়ী রসিক রসবতী, জড়ায়ে
জড়ায়ে ধরে মোর গোড়॥
মু বাতো না কউচি, (ইমিতি গোস্‌স্যা হউচি)
রসবতী না ছাড়ুচি॥
কাঁদুচি ঝড়ো ঝড়ো কপালে মারে কড়ো॥

গীতান্তে জগন্নাথ। বুজিচন্তি সড়া—বঙ্গালী, মু কিমতি রসিক লাগড় পড়া ?

রামরতন। উঃ শালা আমার কি রসিক নাগর রে? দে—শালা এখন—ভাগ দে। এক টাকা বক্‌সিস্ পেয়েচিস্, আট আনা তোর, আট আনা মোর।

জগন্নাথ। মলা—মলা—মলা, সড়া খণ্ডো বিচারপতি হউচি, আঠো আনা তোড়, আঠো আনা মোড়? কাঁইকি আঠো আনা তোড় রে সড়া ?

রামরতন। ফেল শালা আট আনা, নইলে দেখেচিস্ চড়, সাক্ষাৎ যমের ঘর! (চড় দেখাওন)

জগন্নাথ। (কটিতে বস্ত্র বন্ধন করিতে করিতে) সড়া বঙ্গালী, মু যমঘর জিবা? মারিবা সড়া মারিবা।

রামরতন। তবে রে শালা উড়ে! (জগন্নাথকে প্রহার করিতে উদ্যত হওন)

জগন্নাথ। (কটিতে বস্ত্র বন্ধন করিতে করিতে) সড়া! সড়া! মাইপোড়ু ভাই সড়া! মারিবা—মারিবা?

রামরতন। শালা দক্ষিণে মেড়া, এই ত মেম্নু রে শালা! (সজোরে জগন্নাথের গণ্ডে চপেটাঘাত।)

জগন্নাথ। (চপেটাঘাতে পতিত হওন, ক্ষণপরে উঠিয়া বেগে পলায়ন করিতে করিতে) বাপ্পলো! বাপ্পলো! সড়া বঙ্গালী—মাড়ি কাটি পক্কাই দিলা। ইমিতি থাপ্পোড় মারি দিলা—খণ্ড বস্ত্রে মু মুতিলা মু মুতিলা।

[প্রস্থান।

রামরতন। শালা উড়ে! পালাবি কোথা? টাকার ভাগ না নিয়ে ছাড়চিনা রে শালা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাসর গৃহ।

গাঁটছড়াবদ্ধ জ্যোতিকুমার ও প্রভাতকুমারী, তৎপশ্চাৎ
উলু দিতে দিতে ও শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে
প্রতিবেশিনী রমণিগণের প্রবেশ।

জ্যোতিকুমার। (স্বগতঃ) আজ যেন জীবনের নূতন অভিনয়! কোথা হ'তে—না জানি কোন্ অজানা অচেনা প্রদেশ হ'তে কি এক মাধুরীমাময় মোহন ভাব এসে হৃদয় ভ'রে গেল। কি এ বৈচিত্র ঘটনা! কি এর নাম, কি এর তাৎপর্য্য অর্থ! কি কল্লেম আমি? বিবাহ—বন্ধন গ্রহণ? তবে এতে আনন্দ কেন? হৃদয়-ভরা তৃপ্তি কেন? ভালবাসা-বীজ উপ্ত হয়ে উঠলো কেন? না না, ছলমাত্র বন্ধন গ্রহণ, সূক্ষ্ম দুর্ব্বোধ্য ভাব এর বড় মধুর! বড় মধুর! এর নাম পুরুষ প্রকৃতির মহাযোগ! ঘৃণ্য সংসারাচার আবরণে ঢাকা গুহ্যাতিগুহ্য পরমতত্ত্ব নির্ণয়—কঠোর সাধনা, শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত দুর্ব্বল পুরুষ হৃদয়ের পবিত্র সমাধি। আমি আজ শক্তি আশ্রয়

কল্লেম, শক্তি আনন্দরূপিণী, তাই—এ আনন্দ। এ আনন্দ স্থির রাখতে পারবো ত? এ আনন্দ ক্ষণপ্রভা-সম চঞ্চল—একে স্থিরভাবে রাখতে পারবো ত? জানি না—কি হবে! প্রভাতকুমারি! এ সংসার মহা শ্মশান। এখানে আজ তুমি আমি অভিন্নহৃদয় যোগী যোগিনী! স্থির থেকো প্রিয়তমে, আকুল হ'ও না—আকুল ক'র না।

প্র, রমণী। (জ্যোতিকুমারের প্রতি) বলি ওহে বর, ভাবচো কি?

জ্যোতিকুমার। ভাবচি কি? ভাবচি অনেক।

প্র, রমণী। মিথ্যে কথা! একটা ভেবেই ভাবনার তুফানে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্চ।

জ্যোতিকুমার। সে ভাবনাটা আমার কি সুন্দরী?

প্র, রমণী। (প্রভাতকুমারীর বদন ধরিয়া দেখাইয়া) এই যে ভাই,—রসে ভরা সোণার গাগরী, এরি ভাবনা তোমারি।

জ্যোতিকুমার। ঠিক্ বলেচ, প্রাণের কথা হেঁচ্‌কে টেনেছ।

দ্বি, রমণী। যাক্ ভাই, যাকে বেঁধেচ, যাকে দিনরাত পাবে, তার ভাবনা অত কেন? আমরা শুখতারা, এখনি ভোর হবে আর মিলিয়ে যাব, এই সময় আমাদের সঙ্গে একটু আলাপ কর।

জ্যোতি। রসময়ি! নিত্য সম্বন্ধ যার সঙ্গে তার ভাবনাই

ভাবা উচিত। আমরা বাঙ্গালী—ভাত আমাদের নিত্য ভক্ষ্য, সুতরাং ভাতকে আস্বাদ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। দৈবাৎ লুচি সন্দেশ সামনে পড়লে তাকে আস্বাদ না করাই শ্রেয়ঃ।

দ্বি, রমণী। ফটিকচাঁদ! বারমাস লোকে আটপৌরে কাপড় পরে ব'লেই কি তোলা কাপড় কেউ পরে না?

জ্যোতি। তাতে লাভ কি রসিকে?

দ্বি, রমণী। তা জানি না ভাই। মেয়ে মানুষ আমরা—বুঝি এই; এর ভিতর লাভও নাই, লোকসানও নাই। আর যদি কিছু থাকে, তবে যে ব্যবসাদার—সে আপনার বেছেকুচে নেয়।

জ্যোতি। তুমি ত একজন সে ব্যবসাদার।

দ্বি, রমণী। না ভাই, এ হাটে ব্যবসাদার আমি নই, আমার বলতে আমার একজন আছে—সে।

জ্যোতি। তুমি তাহ'লে কে?

২য় রমণী। জানি না ভাই, আমি তার পেটভেতো মুটে।

জ্যোতি। মাহিনা পাও না?

দ্বি, রমণী। আ কপাল—মাহিনা! মাহিনা—কেবল অষ্ট-প্রহর জরিমানা।

জ্যোতি। এত স'য়ে থাক কেন সুন্দরী?

দ্বি, রমণী। থাকি কেন? একটা লোভে পড়ে।

জ্যোতি। লোভটা কি?

দ্বি, রমণী। বহুরূপীর খেলা দেখা লোভ।

জ্যোতি। সে কিরূপ?

দ্বি, রমণী। অতি অপরূপ! যখন সে ঘুমোয়, আমি তার পা'র তলায় ব'সে দেখি; সে দেখা কি দেখা! নীল জলরাশি—নীল অনন্তশয্যা—নীলাম্ভ দশদিক নীলাব্জ করে নীলাব্জ শোভা—কি সুন্দর! কি সুন্দর! নীল-নিরদ-নিভ মোহন কান্তি—কি মনোহর! কি মনোহর! স্থির চখে, তার রূপে সেই মূর্ত্তি দেখতে পাই—সেই লোভ! সেই লোভে এত সই।

জ্যোতি। ধন্যা তুমি ললনে! এ সংসার মরুভূমি হ'লেও তুমি যার গৃহে গেছ', তার গৃহ সুখ-শান্তি নিলয়। বাসর-ঘর! আজ তোমার বাসর ঘর নাম সার্থক!

তৃ, রমণী। বর! বর! একটি গান গাওনা ভাই!

জ্যোতি। রঙ্গিণী! গান প্রেমের অংশ, আমি প্রেমহীন অপদার্থ যুবক! তোমরা প্রেমিকা অথবা প্রেমরাজ্যের নায়িকা ব'ল্লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং প্রেম তোমাদের করায়ত্ত—তোমরা বরং একখানি মধুর প্রেমগীতি দ্বারা আমাকে ধন্য কর।

চ, রমণী। আহা, বরের কথাগুলি বড় মিষ্টি। বর! তুমি ভাই যে গান জান, সেই গানই একটি গাও।

জ্যোতি। তোমরা অনুরোধ করত গাইতে পারি, তবে সে অনুরোধ রক্ষা করাই হবে মাত্র, অধীন এই বিরাট মহিলা মজলিসের আনন্দ বর্দ্ধনে একান্ত পক্ষেই অক্ষম হবে।

চ, রমণী। অত গৌরচন্দ্রিকা কেন ভাই? বি-এ পাশ ক'রে যে বিয়ে করে,—সে বাসরঘরে শালিকাদের কোন্ পিপাসার শান্তি বিধান করতে না পারে?

জ্যোতি। যা বল্‌ছো—করুণার উপর। কিন্তু আমি নিজে নিজের ক্ষমতা বুঝে ভয় পাচ্চি।

দ্বি, রমণী। গাও না ভাই, এ ত আর আকবর বাদসার সভা নয়, যে তানসেনের গলার তান না ছুটলে মন ফুটবে না।

জ্যোতি। আমি বোধ করি—সে সভা অপেক্ষা এ মহতী সভা। কারণ—আকবর বহু শক্তির সাহায্যে মাত্র ভারত বিজয় করেছিলেন, কিন্তু তোমরা মনে কল্লে এক একজনে শুদ্ধ এক একটি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ-ভল্লের সাহায্যে ভুবন বিজয় করতে পার। সুতরাং আকবরের সঙ্গে তুলনায় তোমরা কত শ্রেষ্ঠ এবং সেই তুলনায় আকবর সভা হ'তে এ সভা—কত উচ্চ?

দ্বি, রমণী। তুমি ভাই, বি-এ পাশ ক'রেচ, কাব্য অলঙ্কার কত শিখেচ, আমরা নিরলঙ্কারা বুদ্ধি বিহীনা।

জ্যোতি। না না, তোমরা সালঙ্কারা দেবী প্রতিমা। যে

অলঙ্কারে তোমরা অলঙ্কৃত, সে অলঙ্কার কোথাও নাই। পতি-ভক্তি অলঙ্কারের কাছে জগতের কোন অলঙ্কারই দাঁড়াতে পারে না।

তৃ, রমণী। বক্তৃতা ক'রেই কি রাত কাটিয়ে দেবে ভাই, এক-খানা গান গা'বে না?

জ্যোতি। গা'বো বইকি, বান্দা কি জরিমানার ভয় রাখে না?

তৃ, রমণী। জলদি গাও নইলে—ঠিক জরিমানা হবে।

জ্যোতি। গাইতে বাধ্য। তবে জরিমানা করাটা শুদ্ধ বিড়-ম্বনা! নীরস তরুবরে কুঠারাঘাত হবে মাত্র, রস মিলবে না। মধুরভাষিণি! জরিমানা করলে আদায় নেওয়া ভার হবে—সম্পত্তি কিছুই নাই।

চ, রমণী। সম্পত্তি কিছুই নাই? ঐ যে হে তোমার পাশে সাত রাজার ধন এক মাণিক জ্বলচে। ওকে কেড়ে নিয়ে জরি-মানার টাকা আদায় নেব।

জ্যোতি। স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! এই জন্যই অবিশ্বাসী নারী! তোমাদের দেওয়া জিনিস তোমরা নেবে—নাও। পার ত আর একজনকে বিক্রয় ক'রো।

প্র, রমণী। ওলো—পারবিনি লো পারবিনি! রূপে, গুণে, কথায়, বার্ত্তায় বর অদ্বিতীয়।

জ্যোতি। তবে একখানি গান গাইতে হ'লো। বিনা আয়াসে এতগুলো যখন উচ্চ ধরণের টাইটেল পেলাম, তখন গানটায় দেখা যাক্ কি হয়। জয় জয় প্রজাপতি! সকলে স্থির হও, কর্ণ স্থির কর, নিবিষ্টচিত্ত হও।

(প্রথমতঃ সুর আলাপ করিয়া পরে গীত গান করণ।)

গীত

নটরাজ প্রেমে মগনা ব্রজধারী।
চলতই শ্যাম দরশনে সবে গেহ ছাড়ি॥
শ্লথ বসন, শ্লথ ভূষণ, শ্লথ সরমকা ডোরি,
চলিছে সারি সারি, চঞ্চল বিজুরী, ফেলি আঁখিবারি॥
সবে উতরিল কদম্বমূল, যথা সে বংশীধারী,
পরাণ ভাসলো, শ্যামসায়রে পুলকের নাহি ওড়ি॥
দিল গোপিনী, কিশোর বামে, নবীনা কিশোরী,
গাহিল একতানে, আপনা পাসরি, জয় রাধা জয় হরি॥

প্র, রমণী। বেশ গেয়েচ। যেমন মিষ্টি সুর, তেমনি মধুর গান, তেমনি মধুর ভাব। তবে ও গানটি তোমার মুখের গান নয়, ওটি আমাদের মুখের গান, যুগল গানটি যদি আমরা গাইতে পারতাম, তবে পরিপাটী ভাবযুক্ত হ'তো।

জ্যোতি। ক্ষোভ কেন, যুগল তোমরা একখানি গাইলেই পার।

প্র, রমণী। কি ভাই, আমাদের মধ্যে কেউ বৃন্দেদূতী হ'তে পারবি ?

৩য়া রমণী। আমি পাল্লেও পারি ভাই, গোবিন্দ অধিকারীর দলে বৃন্দেদূতীর একখানি যুগল গান শুনেছিলাম। সে খানি মনে লেগে ছিল ব'লে শিখে রেখেছি।

১মা রমণী। তবে গা' ভাই সেখানি।

৩য়া রমণী। দাঁড়াও ভাই নটরাজ, কদম্বমূলে ত্রিভঙ্গে হেলে দাঁড়াও। ও ভাই প্রভাতকুমারী, ও ভাই রাই কিশোরী! তুমিও এস, শ্যামের বামে মোহন ঠামে দাঁড়াবে এস।

(জ্যোতিকুমারের বামে প্রভাত কুমারীকে স্থাপন করণ)

এইত ভাই রাধাকৃষ্ণের মধুর যুগল মিলন হ'লো।

২য়া রমণী। বৃন্দে! তুমি রাধাকৃষ্ণের মধুর মিলনগান গাও।

৩য়া রমণী। ভাই ললিতে, চিত্রে, বিশাখা, তোমরা তবে কেউ চামর ঢুলাও, কেউবা যুগল গলে বনফুলের মালা পরাও।

৪র্থা রমণী। বেশ বেশ, আমরা তাই করি। (তথা করণ)

(তৃতীয়া রমণীর গীত।)

গীত

থাকুক নিত্য মিলন এমনিভাবে—এভাবে অভাব নাহি হয়।

(থাকুক থাকুক—বিচ্ছেদ হয় না যেন)

জ্যোতিকুমার

(ফুটে থাকুক দুটী সরস কুসুম)

(দোঁহে দোঁহার প্রেমে মত্ত হ'য়ে)

(খেলুক এমনি ভাবের যুগল খেলা)

(যেন ভাঙ্গে না এ যুগল খেলা) ॥

জ্যোতি। বনিতা সুবাদে সবে হও ঠাকুরাণী,

স্নেহ করি সঙ্গীতের ছলে,

এ নব দম্পতির শিরে শুভাশীষ্ দিলে ;

প্রতিদান মাত্র এর চির কৃতজ্ঞতা !

"জ্যোতি" "প্রভাত" দুটি ফুল,

ধর পায়ে—কর পদভূষা।

(দম্পতির প্রণত হওন)

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ভিতরবাটী।

কিশোরীবল্লভ ও স্বর্ণলতা।

কিশোরীবল্লভ। কেন পাঠালাম জান, কয়েক বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করেচে—বি-এ পাশ করা ত বড় সহজ কথা নয়, দিনরাত প'ড়ে প'ড়ে মস্তিষ্ক ঠিক্‌রে গিয়েচে। শুনেচি পশ্চিমের জলবায়ু খুব ভাল, অল্পদিন সেখানে থাকলেই শরীর বলিষ্ঠ হয়। তাই, জ্যোতিকে পশ্চিমে পাঠালেম—বুঝেচ?

স্বর্ণলতা। কই বুঝচি? আমি বুঝেচি যে অন্য রকম।

কিশোরীবল্লভ। কি রকম বুঝেচো তুমি?

স্বর্ণলতা। কৌশল ক'রে জ্যোতিকে এখান হ'তে সরিয়ে দিলে।

কিশোরীবল্লভ। কেন?

স্বর্ণলতা। নিজের প্রতিজ্ঞা রাখতে আর মোহনের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে।

কিশোরীবল্লভ। সে কি কথা? এঁ্যা!

স্বর্ণলতা। আমি কি ন্যাকা? মোহন পাছে কোন রকমে জ্যোতির বিয়ে দিয়ে ফেলে—এই ভয়ে তাকে ছল ক'রে পশ্চিম পাঠিয়েচ।

কিশোরীবল্লভ। (স্বগতঃ) ঠিক্ ধরেচে। সেদিনে মোহনচাঁদ আমাকে শাসিয়ে যাওয়াতেই আমি জ্যোতিকে বেড়াবার উপলক্ষে সংগোপনে পশ্চিমে পাঠিয়েছি। এক বচ্ছর এখন পশ্চিমে রাখবো। আর তেমন সুবিধা বুঝিতো গোপনে গোপনে পশ্চিমেই বিয়ের কাজটা সেরে দেব। দেখি, মোহনচাঁদ কেমন ক'রে আমাকে শিক্ষা দেয়।

স্বর্ণলতা। বলি, মনে মনে ভাঁজচো কি?

কিশোরীবল্লভ। ভাঁজবো আর কি, ক'দিন হ'লো ছেলেটা বাড়ি ছাড়া, তাই ভাবচি।

স্বর্ণলতা। ভাবো, আমি সংসার দেখিগে। (গমনোদ্যোগ)

(তারামণি ঝির প্রবেশ।)

স্বর্ণলতা। ও কিরে তারা?

তারামণি। তা জানিনা মা, বাড়ির ভিতরে আসছিনু, ডাক পিয়ন সদরে দাঁড়িয়ে কর্ত্তাবাবাকে ডাকছিল, আমাকে দেখে বল্লে—ওগো, মুকুজ্জ্যে মশায়ের এই পত্রখানা আর পার্শ্বেলটা নিয়ে' যাও ত।

কিশোরীবল্লভ। কই কই—দেখি। ব্যারিং পার্শ্বেল নয়ত? তাহ'লে আমি নেব না, তো বেটিকে বেয়ারিংএর মাশুল দিতে হবে।

স্বর্ণলতা। ও কেন দেবে?

কিশোরীবল্লভ। দে-দে দেখি। (পত্র ও পার্শ্বেল গ্রহণ) আঃ বাঁচলেম! ব্যারিং হলেই চারি গণ্ডা পয়সা জল হ'য়ে যেত আরকি!

স্বর্ণলতা। ওটা কিসের পার্শ্বেল? কে পাঠিয়েচে?

কিশোরীবল্লভ। তাই ভাবচি। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ও—ঠিক হয়েচে। পার্শ্বেল ঘনশ্যাম পোদ্দার পাঠিয়েচে। জ্যোতির বের জন্য—হাজার টাকার গহনা চাই, এই কথা একদিন তাকে বলেছিলাম, সেইজন্য সে স্যাম্পল পাঠিয়েচে।

স্বর্ণলতা। আমারত ও কথা বিশ্বাস হয় না।

কিশোরীবল্লভ। তোমার বিশ্বাস হয় না? ভাল ভাল হাতের শাঁখা দর্পণেই মালুম হবে। একটু দাঁড়াও—তোমার সামনেই পার্শ্বেল খুলচি। (পার্শ্বেল উন্মোচন, উন্মোচনান্তে দেখিয়া সবিস্ময়ে) একি!

স্বর্ণলতা। কই কি?

কিশোরীবল্লভ। একি!

স্বর্ণলতা। অবাক হ'লে যে? কি দেখাও না।

কিশোরীবল্লভ। এই দেখ।

স্বর্ণলতা। (দেখিয়া) একটি কলা যে!

কিশোরীবল্লভ। এর ভাব কি? এর অর্থ কি? পাঠালেই বা কে?

স্বর্ণলতা। পত্রখানা পড়না। যে পার্শ্বেলে কলা পাঠিয়েছে, ও পত্রখানাও ঠিক্ তার পত্র। পড়ো—

কিশোরীবল্লভ। আমি কেমনতর হ'য়ে গেলেম, পত্রখানা তুমিই—পড়ো।

স্বর্ণলতা। দাও। (পত্র গ্রহণান্তর পত্র পাঠ)

পদাম্বুজেষু,—

মুখোপাধ্যায় মহাশয়! গতকল্য শুভলগ্নে শ্রীমান জ্যোতিকুমার বাবাজীবনের শুভ-বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবৎ কৃপায় প্রতিজ্ঞাসমরে আমি জিতিলাম, আপনি হারিলেন। এ জগতে—বিজয়ী বীরের আদর এবং পরাজিত বীরের অনাদর—এ প্রথা আজ নহে চিরদিন ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। আমি সেই চির প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া—পরাজিত বীরের উপযুক্ত সম্মান রক্ষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ—"পার্শ্বেলে সুপক্ক কদলী প্রেরণ করিয়া সুখী হইলাম, মহাশয় গ্রহণ করিলে আরও সুখানুভব করিব। ইতি

প্রণতঃ—"মোহনচাঁদ মুখোপাধ্যায়।"

কিশোরীবল্লভ। উঃ! কি শুন্‌লেম! মোহন! মোহন!

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস
জর্জ্জ উইলিয়ম রেণল্ড প্রণীত

ওমার পাশা

প্রকাশিত হইয়াছে।

অনুবাদক—শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ।

সুদৃশ্য বিলাতী বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা, দুইখণ্ড
একত্রে ৭১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

মূল্য ৩৲ তিনটাকা মাত্র, ডাঃ মাঃ ।।০

বঙ্গসাহিত্য রস-লিপ্সু পাঠক পাঠিকাবর্গের যাঁহাদের মধ্যে বাজারের বাজে ও একঘেয়ে পুস্তক পাঠে উপন্যাসের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, আমাদের বিশেষ অনুরোধ, তাঁহারা একবার ক্রাউন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত উল্লিখিত পুস্তকখানি পাঠ করুন।

রেণল্ডের উপন্যাসের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার কল্পনা কুশল লেখনী হইতে, যে সকল অদ্ভুত রহস্যময় বিচিত্র ঘটনাবহুল উপন্যাস রাজি বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে ওমার একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী তাঁহার কল্পনাময়ী লেখনী হইতে যে অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা পাঠ ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করা বাস্তবিকই অসাধ্য। রণস্থলের ভীষণ মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা পড়িতে পড়িতে উৎসাহ উদ্দীপনায় বাঙ্গালীর শীতল শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিবে। ওমারের বাহুবীর্য্য আলোক সামান্য প্রতিভা, রণচাতুর্য্য ও মহত্ত্বের বিষয় এবং সামান্য সৈনিক পদ হইতে কিরূপে তিনি তুর্ক সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি পদে উন্নিত হইয়া ছিলেন, তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাময় জীবন এবং আদর্শ চরিত্রের বিষয় পড়িতে বসিলে পুস্তক শেষ না করিয়া উঠিতে পারিবেন না।

ক্রাউন লাইব্রেরী ৪৩ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল শ্রেণীর—সকল সম্প্রদায়ের আদরের ধন

সংসার তরু বা শান্তিকুঞ্জ

ষষ্ঠ সংস্করণ

দশখণ্ড একত্রে সুদৃশ্য বাঁধাই।

মূল্য ৩৲ টাকার স্থলে ২৲ টাকা ডাঃ মাঃ ।৶০

ইহাতে কি আছে দেখুন ঃ—

প্রথম খণ্ড। সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবের উৎপত্তি।

দ্বিতীয় খণ্ড। যৌবনের কর্ত্তব্য, পিতা মাতার প্রতি ব্যবহার, ধর্ম্মালোচনা, স্বাস্থ্যরক্ষা, ইন্দ্রিয় পরিচালন, প্রসূতির কর্ত্তব্য, সন্তানের শিক্ষা, স্ত্রীব্যাধি ও তাহার চিকিৎসা, গর্ভলক্ষণ, রজরোধ, ইচ্ছানুসারে সন্তান উৎপাদন, বারাঙ্গনা গমনের পরিণাম, উপদংশ প্রমেহ ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ড। যাবতীয় সদসৎ রোগ ও তাহার পরীক্ষিত মহৌষধ।

চতুর্থ খণ্ড। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, ব্যবসায় শিক্ষা, বিলাতীদ্রব্য প্রস্তুত ও তাহার ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জ্জন, গোলাপজল, সাবান, গিল্টিপ্রকরণ, চুল কোঁকড়াইবার উপায় ইত্যাদি।

পঞ্চম খণ্ড। জ্যোতিষতত্ত্ব, গ্রহশান্তি, স্বপ্নফল, অদৃষ্ট গণনা ইত্যাদি,

ষষ্ঠ খণ্ড। পাগলের ফিলজফি—ইহাতে শিক্ষা এবং উপন্যাস পাঠ দুই-ই হইবে।

সপ্তম খণ্ড। তীর্থতত্ত্ব—ইহাতে হিন্দু মুসলমানগণের যাবতীয় তীর্থ স্থানের বিবরণ, যাতায়াতের ব্যয় প্রভৃতি লিখিত আছে। পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে বিদেশে পরের সাহায্য লইতে হইবে না।

অষ্টম খণ্ড। ব্রততত্ত্ব—ইহাতে হিন্দুদিগের যাবতীয় ব্রত, তাহার আবশ্যক দ্রব্যাদি, ব্যয় এবং তাহার ফলাফল লিখিত আছে।

নবম খণ্ড। পারত্রিকতত্ত্ব—ইহাতে কোন পাপের কি ফল তাহা চিত্রের সহিত বিষদভাবে ব্যাখ্যা আছে।

দশম খণ্ড। শান্তিকুঞ্জ—যিনি একবার দেখিবেন, জীবনে ভুলিবেন না।

ক্রাউন লাইব্রেরী ৪৩ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দার্শনিক পণ্ডিত—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

উপন্যাস জগতে সোণার পারিজাত.

সচিত্র

সেনাপতির গুপ্ত রহস্য

চতুর্থ সংস্করণ

বৃহৎ চারিখণ্ডে প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

বিলাতী বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা

মূল্য ৩৲ টাকা স্থলে ১॥০ টাকা, ডাঃ মাঃ ॥০।

বঙ্গসাহিত্য জগতে উক্ত পুস্তকখানি বাস্তবিকই সোনার পারিজাত এরূপ নূতন কল্পনা কৌশলে ও মনমজান বিষয় সমষ্টিতে পূর্ণ উপন্যাস বোধ হয় অধিক প্রকাশিত হয় নাই। ইহা মোগল সম্রাট—আরঙ্গজেবের সময়ে বঙ্গের মুসলমান রাজধানী ভূষণার গুপ্ত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহার একদিকে যেমন জাল, জুয়াচুরি, গুপ্তহত্যা, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি দেখিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, অপর দিকে তেমনই প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার নিখুঁত ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। ফলকথা এই উপন্যাস পাঠে পাঠক একত্রে উপন্যাস, নবন্যাস, গুপ্তকথা ও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠের তৃপ্তি অনুভব করিবেন।

ক্রাউন লাইব্রেরী

৪৩ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিয়জনকে উপহার দিবার উপযুক্ত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকের তালিকা।

দার্শনিক পণ্ডিত

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

বোধনবাড়ী

(রোমাঞ্চকর পল্লীচিত্র) ২৲

নির্ব্বাণ

(জন্মান্তর রহস্যপূর্ণ উপন্যাস) ১৸০

জুঁইমহল

(ঐতিহাসিক উপন্যাস) ২॥০

ভূতপূর্ব্ব আলোচনা সম্পাদক

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

তুলসীদাস

(উপান্যাসাকারে জীবনী) ৩৲

নষ্টচরিত্র

(সামাজিক উপন্যাস) ২৲

সতীর চিতা

(ধর্ম্মমূলক উপন্যাস) ১৸০

পঞ্চরত্ন

(ছোট গল্প) ১॥০

অদৃষ্টের পরিহাস

(হরনাথ বসু) ১॥০

হরিশচন্দ্র সান্ন্যাল প্রণীত

অপরিচিতা

(নবন্যাস) ১।০

বিধুভূষণ বসু প্রণীত

কামিনী-কাঞ্চন

(সামাজিক) ১।০

দত্তগৃহিণী

(সামাজিক) ১৸০

ডাকমাশুল ও ভিঃপিঃ গ্রাহকদিগের স্বতন্ত্র লাগিয়া থাকে।

ক্রাউন লাইব্রেরী ৪৩ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৩৩৭।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।